নিক্ষেপ করে, একটি লিফলেট বিতরণ করতে দেয় না, মিছিল করতে দেয় না, এমনকি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ডঃ আসাদুল্লাহ আল-গালিব দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে কর্মরত, সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের দায়িত্বশীল, শিক্ষক সমিতি, তাঁর বিভাগের শিক্ষকগণ পর্যন্ত যখন কোনই পদক্ষেপ গ্রহণ করেননি, তখন শিক্ষার্থীরা তাদের প্রাণপ্রিয় শিক্ষকের জন্য দীর্ঘদিন পর মিছিল-সমাবেশ করতে গেলে বাধা দেয়া হয়।

অথচ তুমি তো কোনদিনই রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য মানুষ হত্যা করনা, মন্ত্রিত্ব অর্জনের মোহে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করনা, এমপি পদের জন্যও কোনদিন লালায়িত নও! তুমি তো কোনদিন দেশের অণুপরিমাণ ক্ষতি করনি, হরতাল, ভাংচুর, জ্বালাও-পোড়াও, বিশ্ববিদ্যালয়ের হল দখল, রাস্তায় হাঙ্গামাও করনি। ইতিহাসে এগুলির কোনরূপ নযীর আছে কি? এমনকি গত তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে নিশ্ছিদ্র অভিযান চালানো হয়েছে, কিন্তু তোমাদের হাতে কখনো হাতকড়া পরানো হয়েছিল কি? হাযার হাযার মারণাস্ত্র উদ্ধার হ'লেও তোমার ঘরে কি একটিও পেয়েছিল? দীর্ঘদিন সেনাবাহিনী দিয়ে অপারেশন ক্লিনহার্ট চালানো হ'ল, আজকেও র‍্যাব, চিতা, কোবরার অভিযান চলছে, শত শত সন্ত্রাসী ধরা পড়ছে, ট্রাক ট্রাক অস্ত্র ভাণ্ডারও পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু তোমার সাথে কি সেগুলির কোন রকম সংশ্লিটতা আছে?

হে মহা সংগ্রামী আহলেহাদীছ জামা'আত ! তুমি তোমার যাবতীয় অলসতা ঝেড়ে ফেল, শির উঁচু বলিষ্ঠ পদে দণ্ডায়মান হও! জাতীয়, বিজাতীয় এবং ধর্মের নামে সৃষ্ট সকল প্রকার প্রাচীন ও আধুনিক মতবাদকে পদপৃষ্ট করে সর্বযুগে প্রশংসিত রাসূলের দেখানো অভ্রান্ত ও চূড়ান্ত পথ 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র নিজস্ব প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ হও। তুমি আর কতকাল এরূপ অবহেলিত থাকবে? পিছনের ইতিহাসের দিকে ফিরে দেখ, সংখ্যায় কম হওয়া সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধ থাকার কারণে চিরদিনই তারা বিজয় লাভ করেছে। ঐ শুন তোমার রেনেসাঁর উত্তরণের দিকনির্দেশনা, যা উদ্গাত হয়েছে আহলেহাদীছ আন্দোলনকে জাগানোর অনন্য প্রতিভা আল্লামা আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরায়শী (রহঃ)-এর আন্দোলনী স্ফুলিঙ্গ হ'তে, 'অতএব আমাদিগকে যোগ্যতা অর্জন করিতে হইবে, আমাদের দোষত্রুটির সংশোধন করিয়া আমাদিগকে সংঘবদ্ধ হইতে হইবে। সকল সন্দেহ ও দ্বিধা ঝাড়িয়া ফেলিয়া পূর্ণ বিশ্বাসের সহিত দৃঢ় পদবিক্ষেপে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে' *(আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃঃ ১৭)*।

আহলেহাদীছ আন্দোলন আল্লাহর সর্বশেষ অহি ভিত্তিক সমাজ ও রাষ্ট্র গঠনের এক বৈপ্লবিক আন্দোলন।

মনীষী চরিত

মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ)

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ) ছিলেন পাকিস্তানের বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান, মুহাদ্দিছ ও সাংবাদিক। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, প্রখ্যাত আহলেহাদীছ বিদ্বান ডঃ আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারয়ূতী বলেন, ولقد كان الشيخ سلفيا حقا في الاعتقاد والفروع، والدعوة والمنهج، لاتشوبه شائبة تقليد ولاتصوف- 'শায়খ আক্বীদাগত ও প্রশাখাগত বিষয়ে এবং দাওয়াত ও পন্থায় ছিলেন খাঁটি সালাফী। তাক্বলীদ (অন্ধ অনুকরণ) ও ছূফীবাদের দোষ-ত্রুটি তাঁকে দূষিত করতে পারেনি'। বইয়ের পোকা এই মহামনীষী আমৃত্যু মানুষকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র সোজা-সরল-সুদৃঢ় পথে আহ্বান করে গেছেন দরস-তাদরীস, বক্তৃতা, লেখনী ও সাংবাদিকতার মাধ্যমে। তাঁর জ্ঞান-গরিমা ছিল সর্বজনবিদিত। তাইতো মুসলিম বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় 'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে' তাঁকে অধ্যাপনার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল, যাতে তাঁর জ্ঞানধারার স্বচ্ছ সলিলে জ্ঞান-পিয়াসীরা অবগাহন করে তাদের জ্ঞান পিপাসা মিটাতে পারে। কিন্তু দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি বিনীতভাবে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। মৃত্যু অবধি ভাড়া বাড়ীতে বসবাসকারী আল্লাহভীরু এই আহলেহাদীছ মনীষী নিজেকে উৎসর্গ করে গেছেন দ্বীন ইসলামের পথে। তিনি চলে গেছেন পরপারে, কিন্তু আমাদের জন্য রেখে গেছেন তাঁর আদর্শ বর্ণিল জীবন।

নাম ও জন্মঃ

নাম আবুত তাইয়েব মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ বিন মিয়া ছদরুদ্দীন হুসাইন। তিনি ১৩২৬ হিঃ/১৯০৯ খৃঃ অথবা ১৩২৭ হিঃ/১৯১০ খৃষ্টাব্দে ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর যেলার ভূজিয়ান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মস্থান ভূজিয়ানের দিকে সম্পর্কিত করে তাঁর নামের শেষে ভূজিয়ানী শব্দটি যুক্ত করা হয়।

শিক্ষা জীবনঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী স্বীয় গ্রাম ভূজিয়ানের প্রখ্যাত আলেম মাওলানা আব্দুল করীম ভূজিয়ানীর নিকটে কুরআন মজীদ,

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

বুলূগুল মারাম ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী, মাওলানা ফয়যুল্লাহ খানের কাছে কুরআন মজীদের অর্থ, মাওলানা আব্দুর রহমান বিন ফয়যুল্লাহ-র কাছে মিশকাতুল মাছাবীহ, নাহু, ছরফ প্রভৃতি এবং মাওলানা আমানুল্লাহ্‌র কাছে ফারসী অধ্যয়ন করেন।

১৯২৪ খৃষ্টাব্দে ১৩ বা ১৪ বৎসর বয়সে তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য তদানীন্তন ইসলামী জ্ঞান চর্চার প্রাণকেন্দ্র দিল্লীতে পাড়ি জমান। সেখানে তিনি 'মাদরাসা মুহাম্মাদিয়া'য় মাওলানা আব্দুল জব্বার জয়পুরীর (মৃঃ ১৩৮৪ হিঃ) নিকটে কুতুবে সিত্তাহ ও তাফসীরে জালালাইন এবং মুহাদ্দিছ আবূ সাঈদ শরফুদ্দীনের কাছে মুওয়াত্ত্বা মালেক ও শরহে নুখবাতুল ফিকার অধ্যয়ন করেন। দিল্লী থেকে পাঞ্জাবে ফিরে এসে তিনি মাওলানা আতাউল্লাহ লাক্ষাবীর কাছে নাহু ও ছরফের অন্যান্য গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। অতঃপর গুজরানওয়ালায় গিয়ে হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবীর (১৮৯৭-১৯৮৫ খৃঃ) কাছে উলূমুল হাদীছ, তাফসীরে বায়যাবী এবং মুহাদ্দিছ আবূ তুরাব মুহাম্মাদ আব্দুত তাওয়াব মুলতানীর (মৃঃ ১৩৬৬ হিঃ) কাছে হাদীছের বিভিন্ন গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করেন। আব্দুল জব্বার জয়পুরী ও হাফেয মুহাম্মাদ গোন্দলবী তাঁকে কুতুবে সিত্তাহ ও মুওয়াত্ত্বা ইমাম মালেক এবং মুহাদ্দিছ আবূ তুরাব মুহাম্মাদ আব্দুত তাওয়াব মুলতানী তাঁকে হাদীছ ও উছূলে হাদীছের সকল গ্রন্থাবলী বর্ণনা করার অনুমতি দেন। পর্যাপ্ত জ্ঞানার্জন করে পাঠদানের যোগ্যতা অর্জনের পর তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন।

কর্মজীবনঃ

গুজরানওয়ালায় 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' কেন্দ্রীয় মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করলে তিনি প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত হন। মাদরাসাটি অমৃতসরে স্থানান্তরিত হ'লে ফরীদকোর্ট যেলার কোর্টকাপুর মসজিদের খতীব নিয়োজিত হন। অতঃপর ফীরোযপুরের 'মারকাযুল ইসলাম' মাদরাসায় শিক্ষকতা করেন। ১৯৩৭ সালে ফীরোযপুরে 'দারুল হাদীছ নাযীরিয়া' মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর পাকিস্তানের মামূঁকানজনের উডানওয়ালা মাদরাসায় শায়খুল হাদীছ হিসাবে নিয়োগ পান।

১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর থেকে জীবনের শেষাবধি তিনি লাহোরে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। পাকিস্তান স্বাধীনতার পূর্বে তিনি কতিপয় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু পাকিস্তান স্বাধীন হবার পর রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিহার করে জ্ঞান চর্চা, দাওয়াতী কর্মকাণ্ড এবং গ্রন্থ প্রকাশে আত্মনিয়োগ করেন।

খ্যাতনামা আলেম ও রাজনীতিক মাওলানা মুহাম্মাদ দাউদ গযনবী (১৩১২-৮৩ হিঃ/১৮৯৫-১৯৬৩ খৃঃ), ইসমাঈল সালাফী ও আব্দুল ওয়াহিদের সাথে পাকিস্তানে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠায় তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। এজন্য তাঁকে জমঈয়তের অন্যতম বড় নেতা হিসাবে গণ্য করা হ'ত।

এছাড়া তিনি লাহোরের 'জামে'আ সালাফিয়া'য় শিক্ষকতা এবং লাহোরের ইসলামিয়া কলেজের মসজিদে মুবারকে দীর্ঘ ১৫ বছর খত্বীবের দায়িত্ব পালন করেন।

সরকারী দায়িত্ব পালনঃ

- পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সর্বোচ্চ রাষ্ট্র পরিচালনা পরিষদ 'ইসলামী নাযরিয়াতী কাউন্সিলের' (اسلامی نظریاتی کونسل) সদস্য মনোনীত হন।
- পাকিস্তানে 'চাঁদ দেখা কমিটি'র সদস্য নিযুক্ত হন।
- পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট যিয়াউল হক তাঁকে 'উচ্চ মন্ত্রণা পরিষদের' পরামর্শক মনোনীত করেন।

পত্রিকা প্রকাশঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী 'রাহীক' নামে একটি মাসিক উর্দূ পত্রিকা প্রকাশ করেন। এটি বছর তিনেক চলেছিল। ১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে তিনি 'আল-ই'তেছাম' (الإعتصام) নামে সাপ্তাহিক উর্দূ পত্রিকা প্রকাশ করেন, যা অধ্যাবধি চালু আছে। আব্দুর রহমান ফিরওয়াঈ বলেন, وهى تعتبر من المجلات السلفية الشهيرة فى شبه القارة الهندية 'এটিকে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ সালাফী পত্রিকাসমূহের অন্যতম পত্রিকা রূপে গণ্য করা হয়ে থাকে'।

সালাফিয়া লাইব্রেরী ও ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠাঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী তাফসীর, হাদীছ, আক্বীদা ও অন্যান্য বিষয়ক সালাফী ঐতিহ্য প্রচার, প্রকাশ ও মুদ্রণের জন্য 'মাকতাবা সালাফিয়া' বা সালাফিয়া লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা করেন। আব্দুর রহমান ফিরিওয়াঈ বলেন,

انشأها المحقق العلامة الشيخ محمد عطاء الله حنيف الفوجيانى لخدمة الكتاب العزيز والسنة المطهرة حسب المنهج السلفى، وقد كانت هذه خطوة مباركة رائدة لخدمة السنة النبوية فى شبه القارة الهندية، وقام الشيخ عطاء الله حنيف بواسطة هذه المكتبة بنشر كتب السلف تحت اشرافه وبتحقيقه-

'সালাফী পন্থা অনুযায়ী কুরআন ও সুন্নাহ্‌র খেদমত করার জন্য আল্লামা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী এটি প্রতিষ্ঠা করেন। ভারতীয় উপমহাদেশে সুন্নাতে নববীর খেদমতের জন্য এটি ছিল বরকতময় অগ্রণী পদক্ষেপ। এই লাইব্রেরীর মাধ্যমে শায়খ আতাউল্লাহ হানীফ সালাফে

ছালেহীন বা পুণ্যাত্মা অগ্রবর্তীদের গ্রন্থাবলী তাঁর তাহক্বীক্ব ও তত্ত্বাধানে প্রকাশ করার দায়িত্ব পালন করেন'।

তাফসীর, হাদীছ, ফিক্বহ প্রভৃতি বিষয়ের অনন্য সংগ্রহশালা এ লাইব্রেরীটি বেশ সমৃদ্ধ। এই লাইব্রেরীতে অনেক গ্রন্থের প্রথম মুদ্রণ মওজুদ রয়েছে। উক্ত লাইব্রেরীতে শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া, তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম এবং নবাব ছিদ্দীক হাসান খান ভূপালী (রহঃ) (১২৪৮-১৩০৭ হিঃ/১৮৩২-৯০খৃঃ)-এর গ্রন্থাবলীর জন্য পৃথক পৃথক সেলফ রয়েছে। অদ্যাবধি ছাত্র, গবেষক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা এ সমৃদ্ধ লাইব্রেরী থেকে তাঁদের জ্ঞান-পিপাসা মিটাচ্ছেন। বস্তুতঃ মাওলানা ভূজিয়ানীর অভিপ্রায় ছিল আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের টীকা-টিপ্পনী সহ ছহীহাইন, সুনান চতুষ্টয়, মুওয়াত্ত্বা মালেক প্রভৃতি গ্রন্থাবলী প্রকাশ করা। যাতে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন মাদরাসায় অধ্যয়নরত ছাত্ররা এগুলি সংগ্রহ করে উপকার লাভ করতে পারে এবং তাদের মাঝে বিশুদ্ধ আক্বীদা-বিশ্বাস সৃষ্টি হয়। এ অভিপ্রায়ে ১৯৮০ সালে তিনি 'দারুদ দা'ওয়াহ আস-সালাফিইয়া' (دار الدعوة السلفية) নামে একটি ইসলামিক সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন এবং তার সমৃদ্ধ লাইব্রেরীটি এর নামে ওয়াকফ করে দেন।

বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্থার সাথে তাঁর সম্পর্কঃ

বিভিন্ন ইলমী সংস্থা, সাংস্কৃতিক সেন্টার এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এসব প্রতিষ্ঠান তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করত এবং বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর মতামত গ্রহণ করত। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কিছু ছাত্রকে ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদানের অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেন।

মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনার আমন্ত্রণঃ

মাওলানা ভূজিয়ানীর বিদ্যাবত্তার খ্যাতি ছিল সর্বজন স্বীকৃত। সেকারণ তাঁকে 'মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে' অধ্যাপনার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। কিন্তু দাওয়াতী কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত থাকার দরুন তিনি সে প্রস্তাবে সম্মত হননি।

বইয়ের পোকা ভূজিয়ানীঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী একাগ্রচিত্তে জ্ঞান-গবেষণায় নিয়োজিত থাকতেন। তিনি তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরীতে কোন বই ঢুকানোর পূর্বে অন্তত এক নযর দেখতেন। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক ডঃ আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-ফারয়ূতী তাঁকে শায়খ আলবানীর 'ইরওয়াউল গালীল ফী তাখরীজে আহাদীছে মানারুস সাবীল' এবং ইবনু আবী আছেমের 'আস-সুন্নাহ' গ্রন্থটি দিলে তিনি এক নযর দেখে তারপর তার লাইব্রেরীতে নির্দিষ্ট স্থানে রাখেন। অথচ তখন তিনি প্রচণ্ড অসুস্থ ছিলেন এবং ডাক্তারের পক্ষ থেকে পড়া নিষিদ্ধ ছিল। তাঁর সালাফিয়া লাইব্রেরীতে এমন গ্রন্থ খুব কমই পাওয়া যাবে যাতে তাঁর টীকা-টিপ্পনী অথবা গ্রন্থটির উপকারিতার প্রতি ইঙ্গিত নেই।

বই ক্রয়ে আগ্রহঃ

গ্রন্থ ক্রয়ের ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ছিল প্রবাদতুল্য। বইয়ের মূল্য যত বেশীই হোক না কেন তা তাঁর সংগ্রহে থাকা চাই। তিনি তদানীন্তন সময়ে ১০ হাযার রূপী দিয়ে 'আত-তামহীদ লিমা ফিল মুওয়াত্ত্বা মিনাল মা'আনী ওয়াল আসানীদ' (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والاسانيد) গ্রন্থটি ক্রয় করেন।

আল্লাহভীরুতাঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী ছিলেন একজন প্রকৃত আল্লাহভীরু ব্যক্তিত্ব। দুনিয়ার প্রতি তাঁর সামান্যতম মোহ ছিল না। তিনি ভাড়া বাড়ীতে অনাড়ম্বর জীবন যাপন করতেন। তাঁর অবস্থা এবং বাড়ীর আসবাবপত্র দেখে যে কেউ আশ্চার্যান্বিত হ'ত। এ দরিদ্রতার মাঝেও আল্লাহ তাঁকে 'দারুদ দা'ওয়াহ আস-সালাফিইয়া' (دار الدعوة السلفية) প্রতিষ্ঠা করার তাওফীক দান করেন। এর প্রথম তলাকে 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকার অফিস ও হেফযখানা, দ্বিতীয় তলাকে মসজিদ এবং ৩য় তলাকে তার লাইব্রেরীটির জন্য নির্ধারণ করেছিলেন। এগুলি সবই তিনি ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। আমৃত্যু তিনি ভাড়া বাড়ীতে অবস্থান করেছেন।

এক নযরে তাঁর দাওয়াত ও অবদানঃ

- ❒ সালাফী আক্বীদার দিকে মানুষকে আহ্বান এবং এ আক্বীদার যা কিছু সহায়ক তার প্রচার-প্রকাশ এবং যারা এ আক্বীদার বিরোধিতা করে তাদের প্রতিউত্তর দেওয়া।
- ❒ সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরার দিকে মানুষকে দাওয়াত দেওয়া এবং যারা সুন্নাহকে হেয় প্রতিপন্ন করে তাদের প্রতিউত্তর প্রদান করা।
- ❒ কাদিয়ানী বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণ।
- ❒ যাবতীয় অন্যায়-অনাচার ও বিদ'আতী কর্মকাণ্ড থেকে মানুষকে সতর্ক করা।
- ❒ মাওলানা দাঊদ গযনবী, ইসমাঈল সালাফী ও আব্দুল ওয়াহীদের সাথে পাকিস্তানে 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠা করা।
- ❒ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দান।
- ❒ 'রাহীক' ও 'আল-ই'তিছাম' নামে দু'টি পত্রিকা প্রকাশ করা।
- ❒ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় সালাফী ঐতিহ্যের গ্রন্থাবলীর তাহক্বীক্ব করা এবং অন্য আলেমগণকে তাহক্বীক্ব ও গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করা।
- ❒ 'দারুদ দা'ওয়াহ আস-সালাফিইয়া' ও তাঁর বিশাল লাইব্রেরীকে ওয়াকফ করা।

❒ ইমাম ইবনে তায়মিয়া ও তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর গ্রন্থাবলীর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

❒ বিভিন্ন গ্রন্থাবলীর টীকা-টিপ্পনীতে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের জীবনীর প্রতি গুরুত্ব প্রদান।

কাদিয়ানীদের দমনে তাঁর ভূমিকাঃ

কাদিয়ানীদের দমনে পাকিস্তান ও ভারতের আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরাম অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাদের ভ্রান্ত মতবাদ দমনে 'শায়খুল কুল ফিল কুল' (সর্বকালের সকলের সেরা বিদ্বান) মিয়াঁ নাযীর হুসাইন দেহলভী (১২৪১-১৩২০ হিঃ) ও মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর (১২৮৭ হিঃ/১৮৬৮ খৃঃ-১৩৬৭ হিঃ/১৯৪৮ খৃঃ) ন্যায় মাওলানা আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানীও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন।

অন্যান্য ওলামায়ে কেরামের সাথে সম্পর্কঃ

ভারত ও পাকিস্তানের ওলামায়ে কেরাম বিশেষ করে আহলেহাদীছ ওলামায়ে কেরামের সাথে তাঁর সুনিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। সঊদী আরবের ওলামায়ে কেরামের সাথেও তাঁর মধুর সম্পর্ক ছিল। এক্ষেত্রে মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক, প্রখ্যাত আলেম শায়খ হাম্মাদ বিন মুহাম্মাদ আল-আনছারী (১৩৪৩ হিঃ-১৪১৮ হিঃ), শায়খ ডঃ মুহাম্মাদ আমান, শায়খ আব্দুল আযীয বিন আব্দুল্লাহ বিন বায (১৩৩০-১৪২০ হিঃ), শায়খ ওমর ফালাতাহ (১৩৪৫-১৪১৯ হিঃ) প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনি শায়খ আলবানীর একান্ত ভক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর গ্রন্থাবলী অত্যন্ত আগ্রহের সাথে পাঠ করতেন এবং সেগুলি থেকে উপকার লাভ করতেন। বিশেষকরে 'তানকীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজে আহাদীছিল মিশকাত' তাহক্বীক্ব করার সময় তিনি তাঁর গ্রন্থাবলী দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হন।

শায়খ আলবানীর সুস্থতার সংবাদ অবগত হয়ে তিনি ডঃ আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারয়ূতীকে লেখা এক পত্রে বলেন, فرحت جدا بخبر صحة استاذنا المبارك المحترم صانه الله من مكروهات اهل العصر وامد في حياته وتولاه-

'আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকের সুস্থতার সংবাদে আমি প্রচণ্ড খুশী হয়েছি। আল্লাহ তাঁকে যুগের লোকদের যাবতীয় খারাপী থেকে রক্ষা করুন, তাঁকে দীর্ঘজীবী করুন এবং তাঁর দায়িত্ব গ্রহণ করুন'।

ছাত্রবৃন্দঃ

শায়খের অগণিত ছাত্র ছিল। তন্মধ্যে কয়েকজনের নাম নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল-

১. গযনবীয়া মাদরাসার শায়খুল হাদীছ ও 'তাযকিরাতুল হুফফায' গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদক হাফেয মুহাম্মাদ ইসহাক।

২. গুজরানওয়ালার শায়খুল হাদীছ হাফেয মুহাম্মাদ আবুল কাসেম।

৩. লাহোরের 'ইদারায়ে ছাক্বাফাতে ইসলামিয়া'র গবেষক শায়খ মুহাম্মাদ ইসহাক।

৪. লাহোরের সরকারী মাদরাসার লেকচারার মাওলানা আবূ বকর ছিদ্দীক।

৫. পাকিস্তান 'জমঈয়তে আহলেহাদীছে'র আমীর মাওলানা মুঈনুদ্দীন লাক্ষাবী।

৬. মাওলানা মহিউদ্দীন লাক্ষাবী।

৭. গুজরানওয়ালার মাওলানা মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল।

৮. ফায়ছালাবাদের মাওলানা মুহাম্মাদ ছাদেক খলীল।

৯. জেহলামের 'জামে'আ আছারিয়া'র শিক্ষক মরহূম শায়খ মুহাম্মাদ ইয়াকূব ওরফে পীর ইয়াকূব।

১০. মামূঁকানজনের মাওলানা আব্দুছ ছামাদ।

১১. মাওলানা সুলাইমান আলী।

১২. লাহোরের মসজিদে মুবারকের খত্বীব মাওলানা ফযলুর রহমান।

১৩. انجاز الحاجة شرح سنن ابن ماجه -এর রচয়িতা মুহাদ্দিছ মুহাম্মাদ আলী জানবাজ।

১৪. ভূজিয়ানীর পুত্র হাফেয আহমাদ শাকের প্রমুখ।

এছাড়া তিনি শায়খ আলী হাসান আব্দুল হামীদ হালবী, ডঃ মুসাইদ আর-রাশেদ ও মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারয়ূতীকে 'ইজাযাহ'* প্রদান করেন।

রচনাবলীঃ

১. আত-তা'লীকাতুস সালাফিইয়াহ আলা সুনানিন নাসাঈ (التعليقات السلفية على سنن النسائى)

২. উর্দূ ভাষায় ইমাম শাওকানীর জীবনী। ভারত বিভাগের পূর্বে তিনি এ গ্রন্থটি লিখেন।

৩. আদইয়াতুর রাসূল (ছাঃ) (উর্দূ)।

৪. বুলূগুল মারামের টীকা। এটি তিনি সমাপ্ত করে যেতে পারেননি। গ্রন্থটি এখনো প্রকাশিত হয়নি।

৫. রিসালাতুন ফী ইস্তিখাযিল কুবূরে মাসাজিদ (উর্দূ)।

---

* *উছূলে হাদীছের পরিভাষায় শিক্ষক ছাত্রকে তাঁর নিকট থেকে শ্রুত বিষয় অথবা তাঁর রচিত কোন গ্রন্থ বর্ণনা করার অনুমতি প্রদান করাকে 'ইজাযাহ' বলা হয়। চাই তিনি তাঁর উক্ত বিষয় শ্রবণ করুন অথবা পাঠ করুন। = দ্রঃ ডঃ মুহাম্মাদ আছ-ছাব্বাগ, আল-হাদীছুন নববী (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪০২ হিঃ/১৯৮২ খৃঃ), পৃঃ ২০৯।*

৬. রাদউল আনাম আন মুহদাছাতে আশেরিল মুহাররাম আল-হারাম (ردع الانام عن محدثات عاشر المحرم الحرام)

৭. শায়খ আবূ যুহরা প্রণীত ইমাম ইবনু তায়মিয়ার জীবনী গ্রন্থের টীকা।

৮. ঐ প্রণীত ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)-এর জীবনী গ্রন্থের টীকা।

৯. ঐ প্রণীত ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ)-এর জীবনী গ্রন্থের টীকা।

১০. আল-ইকতিফা বিতাফসীরিল ইস্তিওয়া লা বিতাবীলিল ইস্তিওয়া (الاكتفاء بتفسير الاستواء لا بتأويل الاستواء) (অপ্রকাশিত)।

১১. তারতীব ও তাহকীকুর রাসেখ ফী আন্না আহাদীছা রাফইল ইয়াদাইন লায়সা লাহু নাসিখ (উর্দূ)।

১২. ফারসী ভাষায় প্রণীত শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর তুহফাতুল মুওয়াহ্হেদীন ফী রাদ্দিশ শিরক (تحفة الموحدين فى رد الشرك) গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ।

১৩. ওয়াকে'আতু কারবালা (কারবালার ঘটনা)।

১৪. আল-উযহিইয়াহ ফী নাযরিশ শারয়ে (শরী'আতের দৃষ্টিতে কুরবানী)।

১৫. ফায়যুল ওয়াদূদ ফিত-তা'লীক আলা সুনানে আবী দাউদ (২ খণ্ড)।

১৬. ইমাম বুখারী (রহঃ)-এর জুযউল ক্বিরাআহ খালফাল ইমাম (جزء القراءة خلف الامام) গ্রন্থের টীকা।

১৭. ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ)-এর তাবাকাতুল মুদাল্লিসীন (طبقات المدلسين) গ্রন্থের টীকা।

১৮. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (১১১৪-৯৩ হিঃ/১৭০৩-৭৯ খৃঃ) প্রণীত ইতহাফুন নাবীহ ফীমা ইয়াহতাজু ইলাইহিল মুহাদ্দিছ ওয়াল ফাকীহ (اتحاف النبيه فيما يحتاج إليه المحدث والفقيه) গ্রন্থের তাহক্বীক্ব। তিনি এ গ্রন্থটির একটি চমৎকার ভূমিকা লিখেন।

১৯. আবুল ওয়াযীর আহমাদ দেহলভী ও আবূ সাঈদ মুহাম্মাদ শারফুদ্দীন দেহলভী প্রণীত তানকীহুর রুওয়াত ফী তাখরীজে আহাদীছিল মিশকাত (تنقيح الرواة فى تخريج احاديث المشكاة) গ্রন্থের তাহক্বীক্ব।

২০. মাওলানা আযীযুদ্দীন মুরাদাবাদী প্রণীত আকমালুল বায়ান ফী রাদ্দে আতয়াবুল বায়ান ফী তায়ীদে তাকবিয়াতুল ঈমান (اكمال البيان فى رد اطيب البيان فى تأييد تقوية الايمان) গ্রন্থের টীকা। এ গ্রন্থের তিনি একটি চমৎকার ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটির পৃষ্ঠা সংখ্যা প্রায় হাযার।

২১. ইবনু আবিল ইয্য হানাফী প্রণীত আল-ইত্তিবা (الاتباع) গ্রন্থটি তাহক্বীক্ব ও তা'লীক (টীকা) সহ প্রথমবার প্রকাশ করেন।

২২. ইমাম ইবনু তায়মিয়া (রহঃ)-এর উছূলুত তাফসীর গ্রন্থের আব্দুর রাযযাক মালীহাবাদী কৃত উর্দূ অনুবাদের টীকা।

২৩. শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভীর আল-ফাওযুল কাবীর ফী উছূলিত তাফসীর (الفوز الكبير فى اصول التفسير) গ্রন্থের টীকা।

২৪. ঐ প্রণীত মাকতূবাত (চিঠিপত্র)-এর টীকা।

২৫. ঐ প্রণীত আল-বালাগুল মুবীন গ্রন্থের টীকা। এছাড়া 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকায় মুসনাদে আহমাদ সম্পর্কে দীর্ঘ প্রবন্ধ, পাঞ্জাব ইউনিভার্সিটি প্রকাশিত 'দায়েরায়ে মা'আরেফে ইসলামিয়া'তে (উর্দূ বিশ্বকোষ) অনেক প্রবন্ধ এবং মুহাম্মাদ ইসমাঈল সালাফী প্রণীত জামা'আতে ইসলামী কা নাযরিয়ায়ে হাদীছ (হাদীছ সম্পর্কে জামা'আতে ইসলামীর দৃষ্টিভঙ্গি) শীর্ষক গ্রন্থের ভূমিকা লিপিবদ্ধ করেন।

প্রকাশক ভূজিয়ানীঃ

মাওলানা ভূজিয়ানী শুধু নিজে গ্রন্থ রচনা করেই ক্ষান্ত হননি; বরং ছহীহ সুন্নাহ্র প্রচার-প্রকাশের জন্য অন্যদের গ্রন্থাবলী প্রসারেরও ব্যবস্থা করেন। প্রকাশনার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান প্রসঙ্গে আব্দুর রহমান ফিরওয়াঈ বলেন,

وله عناية كبيرة وهمة بالغة فى نشر كتب الحديث والعقيدة بعد التعليق عليها، وجهود مشكورة فى نشر مؤلفات شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم-

'টিকা-টিপ্পনী সংযোজনের পর হাদীছ ও আক্বীদার গ্রন্থাবলী প্রকাশে তাঁর বড় মনোযোগ ও দারুণ আগ্রহ ছিল এবং শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়া ও তদীয় ছাত্র ইবনুল ক্বাইয়িমের গ্রন্থাবলী প্রকাশেও তাঁর প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা' (নিয়োজিত) ছিল'। এক্ষেত্রে তাঁর 'মাকতাবা সালাফিয়া' বা সালাফিয়া লাইব্রেরী ও 'দারুদ দা'ওয়াহ আস-সালাফিইয়া' অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। তিনি মুহাম্মাদ হায়াত সিন্ধীর 'আল-ইকাফ ফী আসবাবিল ইখতেলাফ' (الايقاف فى

(اسباب الاختلاف) মুহাম্মাদ ফাখের এলাহাবাদীর রিসালা নাজাতিয়া (আক্বীদা বিষয়ক), নূরুল সুন্নাহ ওয়া কুররাতুল আইনাইন ফী তাফযীলিশ শায়খাইন (نور السنة وقرة العينين فى تفضيل الشيخين), হাফেয মুহাম্মাদের পাঞ্জাবী ভাষায় প্রণীত আহওয়ালুল আখেরাহ, পাঞ্জাবী ভাষায় শিরক ও বিদ'আত প্রতিরোধ বিষয়ক কবিতার গ্রন্থ যীনাতুল ইসলাম, মাওলানা ওয়াহীদুযযামানের তাবভীবুল কুরআন (تبويب القرآن), হায়াত সিন্ধীর তুহফাতুল আনাম ফিল আমাল বিহাদীছিন নাবী আলাইহিস সালাম (تحفة الانام فى العمل بحديث النبى عليه السلام), আহমাদ হাসান দেহলভীর ৭ খণ্ডে সমাপ্ত আহসানুত তাফাসীর (উর্দূ), 'মিশকাতুল মাছাবীহ'-এর বিশ্ববিখ্যাত আরবী ভাষ্য মির'আতুল মাফাতীহ গ্রন্থের ১ম ও ২য় খণ্ড (প্রথম প্রকাশ) প্রভৃতি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁকে 'ভারত ও পাকিস্তানে সালাফী ঐতিহ্যের প্রকাশক' (ناشر التراث السلفى بالهند وباكستان) অভিধায় আখ্যায়িত করা হয়।

মৃত্যুঃ

এই মহান মনীষী ১৪০৮হিঃ/১৯৮৭ খৃষ্টাব্দে পাকিস্তানের লাহোরে ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাঁকে দাফন করা হয়।

উপসংহারঃ

মাওলানা মুহাম্মাদ আতাউল্লাহ হানীফ ভূজিয়ানী (রহঃ) আহলেহাদীছ আন্দোলনের বিকাশে অনন্য ভূমিকা পালন করেন। দরস-তাদরীসের পাশাপাশি তিনি কলমী জিহাদে অংশগ্রহণ করে প্রায় ২৫টি গ্রন্থ রচনা করেন। পাকিস্তান 'জমঈয়তে আহলেহাদীছ' প্রতিষ্ঠায় পালন করেন অগ্রণী ভূমিকা। নিজে গ্রন্থ রচনার পাশাপাশি অন্যদেরকেও গ্রন্থ রচনায় উদ্বুদ্ধ করেন। ভারতের প্রখ্যাত মুহাদ্দিছ ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ)-কে মিশকাতের প্রসিদ্ধ ভাষ্য 'মির'আতুল মাফাতীহ' প্রণয়নের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মাকতাবা সালাফিয়া, দারুদ দা'ওয়াহ আস-সালাফিইয়াহ ও 'আল-ই'তিছাম' পত্রিকা পাকিস্তানে আহলেহাদীছ আন্দোলন প্রচার-প্রসারে বিরাট ভূমিকা পালন করে আসছে।

[আলোচ্য মনীষী চরিতটি মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রখ্যাত অধ্যাপক, বিশিষ্ট আহলেহাদীছ বিদ্বান ডঃ আছেম বিন আব্দুল্লাহ আল-কারয়ূতী প্রণীত 'কাওকাবাতুম মিন আইম্মাতিল হুদা ওয়া মাছাবীহিদ দুজা' (মদীনা মুনাওওয়ারাহঃ ১৪২০ হিঃ/২০০০ খৃঃ) ও আব্দুর রহমান ফিরওয়াঈ প্রণীত 'জুহূদ মুখলিছাহ্ ফী খিদমাতিস সুন্নাতিল মুত্বাহ্হারাহ' (বেনারসঃ জামে'আ সালাফিইয়া ১৪০৬ হিঃ/১৯৮৬) গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত।-লেখক]।

হাদীছের গল্প

তাওবার অপূর্ব নিদর্শন

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

মানুষকে বিপথগামী করার জন্য শয়তান সর্বদা তার পিছনে লেগে আছে। সে মানুষের দুর্বলতার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে তাকে নানা পাপাচারে লিপ্ত করে। সে জড়িয়ে পড়ে নানা রকম অন্যায় অনাচারে। মানবীয় সব গুণাবলী সে ভুলে যায়। কিন্তু যখন তার বোধোদয় হয়, তখন সে কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত হয়, অনুতপ্ত হয়। ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে কৃত অপরাধ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য, ব্যাকুল হয়ে পড়ে আল্লাহ্র ক্ষমা পাবার জন্য। আল্লাহ এ সকল অনুতপ্ত মানুষের জন্য তাওবার দরজা অবারিত রেখেছেন। এমন কিছু অপরাধ আছে তাওবা ছাড়া যা থেকে মুক্ত হওয়া যায় না। আবার ঐ সকল অপরাধ বা গোনাহ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তাওবা খালেছ হ'তে হবে। আমরা এখানে খালেছ তাওবা বা 'তাওবাতুন নাছূহ' এর নিদর্শন তুলে ধরব।

বুরাইদাহ (রাঃ) বলেন, একদা মায়িয বিন মালিক (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। তিনি বললেন, ধিক তোমাকে, তুমি চলে যাও। আল্লাহ্র কাছে ক্ষমা চাও এবং তাওবা কর। বর্ণনাকারী বলেন, তিনি চলে গেলেন এবং সামান্য একটু দূরে গিয়ে পুনরায় ফিরে আসলেন এবং আবারও বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে পবিত্র করুন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবারও তাকে পূর্বের ন্যায় বললেন। এভাবে তিনি যখন চতুর্থ বার এসে বললেন, তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমি তোমাকে কোন জিনিস হ'তে পবিত্র করব? তিনি বললেন, যিনা হ'তে। তার কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ছাহাবীগণকে) জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কি পাগল? লোকেরা বলল, না, সে পাগল নয়। তিনি আবার বললেন, লোকটি কি মদ পান করেছে? তৎক্ষণাৎ এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তার মুখ শুঁকে দেখলেন, কিন্তু মদের কোন গন্ধ তার মুখ হ'তে পাওয়া গেল না।

অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি সত্যই যিনা করেছ? সে বলল, হ্যাঁ। এরপর তিনি রজমের নির্দেশ দিলেন, তখন তাকে রজম করা হ'ল। এ ঘটনার দু'তিন দিন পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ছাহাবীগণের নিকট) এসে বললেন, তোমরা মায়িয বিন মালিকের জন্য ইস্তিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা) কর। কেননা সে এমন তাওবা করেছে, যদি তা সমস্ত উম্মতের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়, তবে তা সকলের জন্য যথেষ্ট হবে।

* *এম, ফিল, গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*